দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 25 SEP 1996 ..
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

নয়া স্কুল স্থাপন ও প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতনের সরকারি অংশ বাড়ানোর চিন্তাভাবনা

॥ আবদুল্লাহ আল ফারুক ॥

দেশের সকল গ্রাম ও মহল্লায় একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিচ্ছে সরকার।

প্রাথমিক উদ্যোগ হিসেবে একটি সুনির্দিষ্ট সুপারিশ তৈরির জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের সচিবের নেতৃত্বে ৪ সদস্যের একটি শক্তিশালী কমিটি গঠন করা হয়েছে গতকাল রোববার। গঠিত কমিটি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মাসিক বেতনের সরকারি অংশ বৃদ্ধির ব্যাপারেও একটি সুপারিশ করবে এবং এই দুইটি বিষয়ে আগামী দুই মাসের মধ্যে সরকারের কাছে সুপারিশ জমা দেবে।

সরকারি একটি উর্ধ্বতন সূত্রে জানা গেছে, গত সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দেয়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অঙ্গীকার এবং আওয়ামী লীগের নির্বাচনী মেনু-ফেস্টোতেও দেশের প্রতিটি গ্রাম ও মহল্লায় প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করা হয়। সেই অঙ্গীকার পূরণের লক্ষ্যেই সরকার এই উদ্যোগ নিয়েছে। গতকাল গঠিত কমিটির অপর তিন সদস্য হচ্ছেন ঃ অর্থ বিভাগের (বাজেট) অতিরিক্ত সচিব, এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মহা-পরিচালক ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক।

সূত্র মতে, কমিটির দ্বিতীয় কাজ বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-দের মাসিক বেতনের সরকারি অংশ বৃদ্ধির সুনির্দিষ্ট সুপারিশ তৈরি। এই দু'টি কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য অর্থের উৎস নিরূপণ করার দায়িত্বও কমিটির ওপর অর্পণ করা হয়েছে।

সূত্র জানায়, বর্তমানে দেশে বেসরকারি (রেজিস্টার্ড) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৯ হাজার ৬শ' ৮৪টি। এর শিক্ষক ও শিক্ষিকার সংখ্যা প্রায় ৭৮ হাজার। বর্তমানে তারা মাসিক বেতনের (প্রার-ম্ভিক) যথাক্রমে শতকরা ৭১, ৬২ ও ৫০ ভাগ সরকারের কাছ থেকে পাচ্ছেন। রেজিস্ট্রেশন পাপ্তির পর যেসব শিক্ষকের চাকরির বয়স ৫ বছর পূর্ণ হয়েছে তারা শতকরা ৭১ ভাগ, যাদের চাকরির বয়স দুই বছরের ওপরে অথচ ৫ বছর পূর্ণ হয়নি, তারা ৬২ ভাগ এবং বাকিরা ৫০ ভাগ অর্থ সরকারি তহবিল থেকে পেয়ে থাকেন।

স্কুল ঃ পৃঃ ১১ কঃ ৩

স্কুল ঃ চিন্তাভাবনা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষকদের বর্তমান প্রারম্ভিক বেতন স্কেল ১০৫০ টাকা সেই হিসেবে সরকারি অর্থের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৭৪৫, ৬৫১ ও ৫২৫ টাকা।